চাস্য ভগবৎসেবাযোগ্যত্বায়ৈবেতি তত্রাপি নাত্মার্পণভক্তিহানিরিত্যনুসন্ধেয়ম্। এতদাত্মার্পণং শ্রীবলাবপি স্ফুটং দৃশ্যতে। উদাহৃতঞ্চেদমাত্মার্পণং ধর্ম্মার্থকাম ইত্যাদিনা শ্রীপ্রহ্লাদমতে। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মেত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি। তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা, ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে। পূর্ব্বং যথা মর্ত্ত্যো যদেত্যাদি। উত্তরং যথৈকাদশ এব দাস্যেনাত্মনিবেদনমিতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্য আত্মার্পিতশ্চ ভবত ইতি ॥ ৭।৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩০৭ ॥

এইক্ষণ নববিধা ভক্তিঅঙ্গের মধ্যে নবম আত্মনিবেদনটি দেখান হইতেছে। সেই আত্মনিবেদন দুইপ্রকার ; এক—দেহসমর্পণ, অপর—শুদ্ধ আত্মসমর্পণ। সমর্পণ শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানেই দান। সেই আত্মসমর্পণের কার্য্য—নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা। তাহাতেই অর্পিত নিজ সাধ্যসাধন এবং শ্রীভগবানের জন্যই কায়িক, বাচিক, মানসিক চেষ্টাময়তা। এই আত্মসমর্পণ গো বিক্রয়ের মত। যেমন গো বিক্রয় করিলে তাঁহার পালনাদির জন্য বিক্রয়কারী কোন চেষ্টা করে না ; যাহার নিকট বিক্রয় করা হয়, তিনিই ক্রীত গো-র (গরুর) মঙ্গলসাধক হইয়া থাকেন। এবং যিনি ক্রয় করেন, সেই গো তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকে ; কিন্তু যে বিক্রয় করে, তাহার কোন কার্য্য করে না। এই আত্মসমর্পণ শ্রীরুক্মিনীদেবী ১০।৫২।৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পত্রীদ্বারা জানাইয়াছিলেন—"হে বিভো! অতএব আপনাকে আমি পতিরূপেই বরণ এবং আপনাকেই আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি আমাকে জায়া করিয়া নিকটে রাখুন।" কেহ কেহ দেহসমর্পণেই আত্মসমর্পণ বলিয়া মনে করেন। ভক্তিবিবেকে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয়—বিক্রীত পশু রক্ষা করার জন্য যেমন চিন্তা করে না, তেমনই শ্রীহরিতে দেহ অর্পণ করিয়া তাহার রক্ষা হইতে বিরত হইবে। কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মাসমর্পণই আত্মসমর্পণ বলিয়া বলেন। শ্রীআলকমন্দার স্তোত্রের প্রমাণে তাহাই প্রকাশ পায়—"আমার দেহাদির ভিতরে যে কেহ আছে এবং যথাতথারূপে গুণতঃ যাহা যাহা আছে, আজ সেই আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পিত হইলাম।" আবার কেহ কেহ দক্ষিণ হস্তাদিও শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সেই দক্ষিণ হস্তাদির দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের কর্ম্মই করিয়া থাকে, কিন্তু দৈহিককর্ম্ম প্রভৃতি করে না—এইরূপ আত্মসমর্পণও দেখা যায়। এই আত্মসমর্পণ ভক্তি সর্ব্ব কার্য্যের সহিত দেহ-ইন্দ্রিয়-আত্মপর্য্যন্ত সমর্পণ অম্বরীষ মহারাজে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।৪।১৫-১৭ শ্লোকে উল্লেখ আছে—সেই অম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে মনসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বলিতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেবাদি কার্য্য করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাক্যসকল শ্রীকৃষ্ণগুণানুবর্ণনে, কর দুইটি